49030 - তাওহীদরে অর্থ ও প্রকারভদে

প্রশ্ন

তাওহীদ অর্থ কী? এর প্রকারগুলো কী কী?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

তাওহীদ হচ্ছ: যা কছিু আল্লাহর জন্য খাস সগেুলো তাঁর জন্য একনষ্ঠি করা; তথা উলূহয়িযাহ (উপাস্যত্ব), রুবুবয়িযাহ (প্রভুত্ব) এবং নাম ও গুণাবলি। আলমেরা তাওহীদকে তনি ভাগে ভাগ করছেনে: তাওহীদে রুবুবয়িযাহ (প্রভুত্বে একক্ত্ব), তাওহীদুল উলুহয়িযাহ (উপাস্যত্বে একক্ত্ব) এবং তাওহীদে আসমা ওয়াস-সফিাত (নাম ও গুণে একক্ত্ব)।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

তাওহীদ পরচিতি

আভধিানকি অর্থ: توحيد (তাওহীদ) শব্দটি وحّد يوحّد ক্রয়িার মাসদার। এ ক্রয়িা থকেে সৃষ্ট اسم فاعل হলো مُوَحِّدٌ (মুওয়াহ্হদি)। মুওয়াহ্হদি হলো: যে ব্যক্তি আল্লাহর একক্ত্ব সাব্যস্ত করনে এবং সত্তায় কংিবা গুণাবলতিে আল্লাহ নরিঙ্কুশ বা সাদৃশ্য মুক্ত হওয়ার বষিয়টি সাব্যস্ত করনে। শব্দটতিে তাশদীদ (□) ব্যবহার করা হয়ছেে আধক্যি বোঝানোর জন্য, অর্থাৎ আল্লাহকে এক সাব্যস্ত করার ক্ষত্রেে অতশিায়ন।

আরবরা বলে: أحد ,واحد এবং وحيد যার অর্থ একক। আল্লাহ তায়ালা এক। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় কোনো ধরনরে সমকক্ষ ও সদৃশ থকেে পবত্রি। তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহকে এমন একক সত্তা হসিবেে জানা যার কোনো নজরি নইে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে এভাবে চনিবে না কংিবা আল্লাহকে নরিঙ্কুশ হসিবেে বশিষেতি করবে না সে তাওহীদবাদী (মুওয়াহ্হদি) নয়।

তাওহীদরে পারভিাষকি সংজ্ঞা হলো: যা কছিু আল্লাহর জন্য খাস সগেুলো তাঁর জন্য একনষ্ঠি করা; তথা উলূহয়িযাহ (উপাস্যত্ব), রুবুবয়িযাহ (প্রভুত্ব) এবং নাম ও গুণাবলি।

সংজ্ঞাটি এভাবওে বলা যায়: আল্লাহর রুবুবয়িযাহ, উলুহয়িযাহ এবং নাম-গুণাবলতিে তনিি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নইে এই

বশ্বিাস স্থাপন করা।

কুরআন ও সুন্নাহ-তে তাওহীদ

উক্তরোক্ত অর্থ বোঝানোর জন্য তাওহীদ পরভিাষাটি কংিবা এর থকেে উদ্ভুত শব্দরে ব্যবহার কুরআন-সুন্নাহতে সাব্যস্ত। যমেন:

আল্লাহর বাণী:

(قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ (1) ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ (2) لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ (3) وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ (4) .

“বলুন, তনিইি সইে আল্লাহ যনিি এক। আল্লাহ, সবাই যার মুখাপক্ষেী। তনিি কাউকে জন্ম দনেনি এবং তাঁকওে কউে জন্ম দয়েনি। তাঁর সমকক্ষ আর কউেই নইে।”[সূরা ইখলাস]

আল্লাহ বলনে:

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

“তোমাদরে উপাস্য একজনই। তনিি ছাড়া সত্য অন্য কোনো উপাস্য নইে। তনিি করুণাময়, দয়ালু।”[সূরা বাকারা: ১৬৩]

আল্লাহর বাণী:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“নশ্চিয় তারা কাফরে যারা বলে আল্লাহ তনিজনরে একজন। অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নইে। যদি তারা যা বলছে তা থকেে নবিৃত্ত না হয়, তবে তাদরে মধ্যে যারা কুফরীতে অটল থাকবে তাদরেকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করব।”[সূরা মায়দো: ৭৩] এ প্রসঙ্গে আয়াতরে সংখ্যা অনকে।

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ.[رواه البخاري (7372) ومسلم (19)]

ইবনে আব্বাস রাদয়িাল্লাহু আনহুমা বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়মেনে

অভমিুখে পাঠান তখন তাকে বলনে: “তুমি আহলে কতিাবদরে একটি সম্প্রদায়রে কাছে যাচ্ছ। অতএব, তাদরে প্রতি তোমার প্রথম দাওয়াত হবে- তারা যনে আল্লাহ্র তাওহীদ (একত্ববাদ) মনেে নয়ে। যখন তারা তাওহীদরে স্বীকৃতি দবিে তখন তাদরেকে জানাবে যে, আল্লাহ দনি-রাতে তাদরে প্রতি পাঁচবার নামায পড়া ফরয করে দয়িছেনে। যখন তারা নামায আদায় করবে তখন তুমি তাদরেকে জানাবে যে, আল্লাহ তাদরে ধন-সম্পদরে যাকাত দয়ো ফরয করছেনে। যটো তাদরেই ধনীদরে কাছ থকেে গ্রহণ করা হবে এবং তাদরেই দরদ্রিদরে মধ্যে বণ্টন করা হবে। যখন তারা যাকাতরে স্বীকৃতি দবিে তখন সটেি তাদরে কাছ থকেে গ্রহণ করবে। তবে মানুষরে ধন-সম্পদরে উত্তম অংশ গ্রহণ করা থকেে বঁচেে থাকবে।”[সহহি বুখারী (৭৩৭২) ও সহহি মুসলমি (১৯)]

عن ابن عمر رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةٍ: عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ .[رواه مسلم (16)]

ইবনে উমর রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: ‘ইসলাম পাঁচটি খুঁটরি উপর স্থাপতি: আল্লাহর তাওহীদ সাব্যস্ত করা, নামায কায়মে করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানে রোযা রাখা এবং হজ্জ করা।’[সহহি মুসলমি (১৬)]

এই সমস্ত আয়াত-হাদীসে তাওহীদ বলতে বোঝানো হয়ছে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ সাক্ষ্যরে মর্ম বাস্তবায়ন করা। এটি দ্বীন ইসলামরে সারবস্তু, যা দয়িে আল্লাহ তার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্ররেণ করনে। এর প্রমাণ হলো কুরআন-সুন্নাহতে এই শব্দমালা ও পরভিাষাগুলো সমার্থক হসিবেে এবং একটি অন্যটরি স্থলে ব্যবহৃত হয়ছে। মুয়ায রাদয়িাল্লাহু আনহুর পূর্বোক্ত হাদীসরে কোনো বর্ণনায় রয়ছে: (إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) “তুমি আহলে কতিাবরে একটি সম্প্রদায়রে কাছে যাচ্ছ। তাদরে কাছে গলেে তুমি তাদরেকে এই সাক্ষ্য দতিে আহ্বান জানাবে যে: ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ (আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নইে এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল)।”[সহহি বুখারী (১৪৯৬)]

ইবনে উমররে হাদীসে এক বর্ণনায় আছে: بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ অর্থ: “ইসলাম পাঁচটি ভত্তিরি উপর প্রতষ্ঠিতি: (প্রথমটি হলো) এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নইে এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।”[হাদীসটি মুসলমি (১৬) বর্ণনা করনে]

এর থকেে প্রমাণতি হয় যে, তাওহীদ হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ এই সাক্ষ্যরে বাস্তবায়ন। আর এটাই হলো সইে ইসলাম যা দয়িে আল্লাহ তার নবীকে মানুষ ও জীন জাতরি কাছে পাঠয়িছেনে। আল্লাহ আমাদরে কারো কাছ থকেে এই ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মগ্রহণ করার প্রতি সন্তুষ্ট নন।

মহান আল্লাহ বলনে:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسلام

“আল্লাহর কাছে ধর্ম হচ্ছে ইসলাম।”[সূরা আলে-ইমরান: ১৯]

আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম চাইলে সেটা তার কাছ থেকে কখনো গ্রহণ করা হবে না। আর পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।”[সূরা আলে-ইমরান: ৮৫]

তাওহীদের প্রকারভেদ

উপর্যুক্ত আলোচনার পর জেনে রাখুন, আলেমেরা তাওহীদকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন, যথা:

তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ, তাওহীদে উলূহিয়্যাহ এবং তাওহীদে আসমা ওয়াস-সিফাত।

তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ

তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ হচ্ছে: আল্লাহর কর্মগুলোতে তাঁর একক্ত্ব সাব্যস্ত করা, যেমন: সৃষ্টি, মালিকানা, পরিচালনা, জীবন প্রদান ও মৃত্যু প্রদান প্রভৃতি।

এই প্রকার তাওহীদের পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর অনেক দলিল রয়েছে। এমন কিছু দলিল জানতে (13532) নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন।

সুতরাং যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো স্রষ্টা আছে কিংবা আল্লাহ ছাড়া এই জগতের অন্য কোনো মালিক আছে যিনি এ জগত পরিচালনা করছেন তাহলে সেই ব্যক্তি এই প্রকার তাওহীদকে ভঙ্গ করল এবং আল্লাহকে অস্বীকার (কুফরী) করল।

প্রথম যুগের কাফেরেরা এই প্রকার তাওহীদকে এজমালিভাবে স্বীকার করত, যদিও কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ে দ্বিমত করত। তারা যে এই প্রকার তাওহীদের স্বীকৃতি দিত কুরআনের অনেক আয়াত তা প্রমাণ করে, যেমন:

আল্লাহ বলেন:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُون

“তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করো: আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কে সেবেক বানিয়েছে? তাহলে অবশ্যই তারা বলবে: ‘আল্লাহ’। তদুপরি কীভাবে তাদেরকে সত্য থেকে বিচ্যুত করা হচ্ছে?” [সূরা আনকাবূত: ৬১]

আল্লাহ বলেন:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ

“তুমি যদি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করো: 'কে আসমান থেকে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করে এবং তার সাহায্যে মৃত (শুষ্ক) ভূমিকে জীবিত (সজীব) করে?' তারা উত্তরে অবশ্যই বলবে: ‘আল্লাহ’। বলো: ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর’। তবে তাদের অধিকাংশই বোঝে না।”[সূরা আনকাবূত: ৬৩]

আল্লাহ বলেন:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُون

“যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো: কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে: ‘আল্লাহ’। তদুপরি কীভাবে তাদেরকে সত্য থেকে বিচ্যুত করা হচ্ছে?”[সূরা যুখরুফ: ৮৭]

এই সকল আয়াতে আল্লাহ বর্ণনা করছেন যে কাফেরেরা আল্লাহকে স্রষ্টা, মালিক এবং পরিচালক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। তদুপরি তারা এককভাবে তাঁর ইবাদত করে না। এটি তাদের চূড়ান্ত যুলুম, চরম মিথ্যাচার ও দুর্বল বিবেক-বুদ্ধির প্রমাণ। যে সত্তা এই সমস্ত গুণের অধিকারী, যিনি এ সমস্ত কর্ম এককভাবে করেন তিনি ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করা বাঞ্চনীয় নয় এবং অন্য কারো তাওহীদ সাব্যস্ত করা সমীচীন নয়। তারা যে শির্ক করে এর থেকে তিনি সুমহান ও পবিত্র।

সুতরাং যে ব্যক্তি সঠিকভাবে এই তাওহীদকে সাব্যস্ত করে তাওহীদে উলূহিয়্যার স্বীকৃতি দেয়া তার উপর অনিবার্যভাবে আবশ্যক।

তাওহীদে উলূহিয়্যাহ

তাওহীদে উলূহিয়্যাহ হলো: সকল প্রকার ইবাদতে তথা জাহেরী বা বাতেনী, বাচনিক বা কর্মগত ইবাদতে আল্লাহর এককত্ব সাব্যস্ত করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুর ইবাদতকে নাকচ করা, সে যে-ই হোক না কেন। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ

“তোমার প্রভু আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে।”[সূরা ইসরা: ২৩]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗا

“তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না।”[সূরা নিসা: ৩৬]

তাওহীদে উলুহিয়্যাহর সংজ্ঞা এভাবেও দেওয়া যায়: "বান্দাদের কর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ সাব্যস্ত করা"।

এ তাওহীদের নাম ‘তাওহীদে উলূহিয়্যাহ’ রাখার কারণ হলো যেহেতু এর ভিত্তি হচ্ছে- التأله لله তথা ভালোবাসা ও সম্মানমিশ্রিত আল্লাহর ইবাদত।

এটাকে توحيد العبادة (তাওহীদে ইবাদাহ)ও বলা হয়। কারণ বান্দা আল্লাহ কর্তৃক আদেশকৃত বিষয় পালন ও নিষেধকৃত বিষয় পরিহার করার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করে।

এটাকে توحيد الطلب والقصد والإرادة (প্রত্যাশা, উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার তাওহীদ)ও বলা হয়। কারণ বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাশা করবে না, উদ্দেশ্য করবে না ও ইচ্ছা করবে না। বরং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করে।

এই প্রকারের তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় মানুষের বিচ্যুতি ঘটছে। এ তাওহীদের জন্যই রাসূলরা প্রেরিত হয়েছেন, কিতাব পাঠানো হয়েছে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিধি-বিধান আরোপ করা হয়েছে। এ তাওহীদ নিয়েই নবীদের সাথে তাদের সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব হয়েছে। তারপর আল্লাহ অবাধ্যদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং মুমিনদেরকে মুক্তি দিয়েছেন।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য কোন ইবাদত করার মাধ্যমে এই প্রকারের তাওহীদে বিচ্যুতি ঘটাবে সে মুসলিম মিল্লাত থেকে বেরিয়ে যাবে, ফিতনায় পতিত হবে এবং সঠিক পথ হারাবে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই।

তাওহীদুল আসমা-ওয়াস-সিফাত

তাওহীদুল আসমা-ওয়াস-সিফাত হলো: আল্লাহর নাম ও গুণাবলি কেবল তার জন্য এককভাবে সাব্যস্ত করা। বান্দা এই বিশ্বাস করবে যে আল্লাহর নাম ও গুণাবলিতে তাঁর সদৃশ কেউ নেই। এই প্রকার তাওহীদ দুটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত:

এক: সাব্যস্তকরণ। অর্থাৎ আল্লাহ নিজের জন্য তাঁর কিতাবে কিংবা তাঁর নবী তার বাণীতে যে সকল সুন্দর নাম ও পরিপূর্ণ গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন সেগুলোকে এমনভাবে সাব্যস্ত করা যা আল্লাহর মর্যাদা ও মহত্ত্বের সাথে মানানসই। তবে কোন প্রকার বিকৃতি, অপব্যাখ্যা, হাকীকতকে নাকচকরণ কিংবা আকৃতি নির্ধারণ ব্যতিরেকে।

দুই: পবত্রিকরণ। সকল দোষ-ত্রুটি থকেে আল্লাহর পবত্রিতা সাব্যস্ত করা এবং তনিি নজিরে জন্য যে সমস্ত দোষ নাকচ করছেনে সগেুলোকে নাকচ করা। এর প্রমাণ হলো আল্লাহর বাণী:

لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ

“তার মতো কোনো কছিু নইে। তনিি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।” আল্লাহ নজিকেে সৃষ্টরি সদৃশ হওয়া থকেে পবত্রি বলছেনে এবং নজিরে জন্য নজিরে মর্যাদার সাথে উপযুক্ত পন্থায় পরপিূর্ণ গুণাবলি সাব্যস্ত করছেনে।

সূত্র:

আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানলি মাহাজ্জাহ (১/৩০৫),

লাওয়ামউেল আনওয়ার আল-বাহয়িযাহ (১/৫৭)।

আল্লাহ সর্বজ্ঞ।